সূচি

১৮ই অগাস্ট ২০১৭

১০।৩০ নিবন্ধীকরণ

উদ্বোধনী অনুষ্ঠান

১১।০০ পুষ্পস্তবক প্রদান

১১।০৫ স্বাগত ভাষণ **ড অনামিকা দাস**, এসিস্ট্যান্ট প্রফেসর, বাংলা বিভাগ

১১।১০ কর্মশালার বিষয়ভিত্তিক প্রস্তাবনা করবেন মানববিদ্যা অনুষদের অফিসার-ইন-চার্জ **ড মননকুমার মণ্ডল**

১১।৩০ ভাষণ: **অধ্যাপক অসিতবরণ আইচ**, অধিকর্তা, স্টাডি সেন্টার বিভাগ

১১।৪০ সভাপতির ভাষণ: **মাননীয় উপাচার্য অধ্যাপক শুভশঙ্কর সরকার**

১২।০০ ধন্যবাদ জ্ঞাপন

চা-পানের বিরতি ১০ মিনিট

প্রথম প্রায়োগিক অধিবেশন (১২।১৫ – ১।৩০)

১২।১৫ স্নাতক-স্তরীয় বাংলা পাঠক্রমের পঠন-পাঠন বিষয়ক আলোচনা (বিডিপি-বাংলা/ পেপার ১-৮)

বক্তা: **ড অনামিকা দাস**

নিবন্ধীকৃত কাউন্সেলরদের বক্তব্য ও প্রশ্নোত্তর পর্ব (১৫মিনিট)

সভাপতি: **ড মননকুমার মণ্ডল**

মধ্যাহ্ন-ভোজনের বিরতি (১।৩০টা থেকে ২টো)

দ্বিতীয় প্রায়োগিক অধিবেশন (২টো-৪টে)

কাউন্সেলর-ম্যানুয়াল বিষয়ে আলোচনা

কাউন্সেলরদের করণীয়

অ্যাসাইনমেন্ট প্রসঙ্গে আলোচনা

প্রতিনিধিদের বক্তব্য ও আলোচনা

সঞ্চালক: **ড মননকুমার মণ্ডল**

চা-পানের বিরতি

সুধী,

আগামী ১৮ই অগাস্ট, ২০১৭ নেতাজি সুভাষ মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের মানববিদ্যা অনুষদ বাংলা ভাষা ও সাহিত্য পঠন-পাঠন সংক্রান্ত বিষয়ে একটি কর্মশালার আয়োজন করেছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন স্টাডি সেন্টারে স্নাতক স্তরীয় বাংলা ভাষা ও সাহিত্য পঠন-পাঠনে নিযুক্ত কাউন্সেলররা অংশগ্রহণ করবেন। কর্মশালায় উক্ত পাঠক্রমে পাঠদান প্রক্রিয়া সম্পর্কে আলোচনা হবে এবং মুক্ত শিক্ষাক্রমে পাঠদানের বিশেষ প্রকরণ বিষয়ে আলাপ-আলোচনা চলবে।

এই কর্মশালায় প্রতিটি স্টাডি সেন্টারের সর্বাধিক দু'জন প্রতিনিধি অংশগ্রহন করতে পারবেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের স্নাতক স্তরের বাংলা পঠন-পাঠনের সঙ্গে যুক্ত কাউন্সেলরদের সংশ্লিষ্ট কো-অর্ডিনেটরের সঙ্গে যোগাযোগ করে কর্মশালায় অংশগ্রহণ করতে অনুরোধ করা হচ্ছে। অন্যান্য আগ্রহী অধ্যাপক/অধ্যাপিকারাও এই কর্মশালায় যোগদান করতে পারেন; তাদের নিম্নলিখিত ই-মেল ঠিকানায় আবেদন করতে হবে।

কর্মশালার উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে সভপতিত্ব করবেন বিশ্ববিদ্যালয়ের সম্মানীয় উপাচার্য অধ্যাপক শুভশঙ্কর সরকার।

ধন্যবাদান্তে,

ড মননকুমার মণ্ডল
অ্যাসোসিয়েট প্রফেসর, বাংলা ভাষা ও সাহিত্য বিভাগ
অফিসার-ইন-চার্জ, মানববিদ্যা অনুষদ
ই-মেলঃ mkmnsou@gmail.com
ফোনঃ ০৩৩-২৪০৬৬৩২১৪ (Salt Lake Campus)

যোগাযোগ: **ড অনামিকা দাস**
এসিস্ট্যান্ট প্রফেসর, বাংলা ভাষা ও সাহিত্য বিভাগ
(anamikansoubangla@gmail.com)
Ph: ০৩৩-২৫৮২-০১০৩ (কল্যানী ক্যাম্পাস)

ইউ জি সি – ডি ই বি'র অর্থানুকুল্যে আয়োজিত

মুক্ত শিক্ষাক্রমে স্নাতক-স্তরীয় বাংলা ভাষা ও সাহিত্য পঠন-পাঠনের কর্মশালা

আয়োজক

মানববিদ্যা অনুষদ
নেতাজি সুভাষ মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়
সিটি ক্যাম্পাস, ডি ডি ২৬, সেক্টর ১,
সল্টলেক, কলকাতা ৬৪

১৮ অগাস্ট, ২০১৭

UGC-DEB Sponsored

One Day Orientation Programme on BDP Bengali Counselling in ODL system

Organised by

School of Humanities
Netaji Subhas Open University

বিশ্ববিদ্যালয় সম্পর্কে

নেতাজি সুভাষ মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয় পশ্চিমবঙ্গের একমাত্র সরকার পোষিত মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয় । ১৯৯৭ সালে WB Act (XIX)of 1997 আইনানুযায়ী প্রতিষ্ঠিত এবং বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি আয়োগ (UGC 2f) স্বীকৃত এই বিশ্ববিদ্যালয় উচ্চশিক্ষা ক্ষেত্রে দীর্ঘ দুই দশক জুড়ে মুক্তশিক্ষার তাত্ত্বিক ও প্রায়োগিক বিভিন্ন দিক নিয়ে নিরন্তর কাজ করে চলেছে। এই বিশ্ববিদ্যালয় পশ্চিমবঙ্গ সরকার ও বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনের অধীনস্থ ডিস্ট্যান্স এডুকেশন ব্যুরোর অনুদান প্রাপ্ত । বর্তমানে এই বিশ্ববিদ্যালয় পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন প্রান্তে শতাধিক স্টাডি সেন্টারের মাধ্যমে সংযুক্ত । বিভিন্ন স্টাডি সেন্টারে পাঠরত শিক্ষার্থীর সংখ্যা আজ প্রায় ৩ লক্ষ । স্নাতক, স্নাতকোত্তর, পি এইচ ডি প্রোগ্রাম ছাড়াও বহুমুখী কারিগরী ও বৃত্তিমূলক মুক্তশিক্ষাক্রমের বৈচিত্রময় সৃজনশীলতা এই বিশ্ববিদ্যালয়কে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক স্তরে পরিচিত করেছে। নেতাজি সুভাষ মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয় বর্তমানে Association of Indian Universities(AIU), Asian Association of Open Universities(AAOU) এবং The Association of Commonwealth Universities(ACU) এর গুরুত্বপূর্ণ সদস্য।

স্কুল অব হিউম্যানিটিস

নেতাজি সুভাষ মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের ৬টি অনুষদ বর্তমানে বিদ্যাচর্চার বিভিন্ন পরিসরে মুক্ত শিক্ষাক্রমে পাঠদানে ও গবেষণার কাজে নিয়োজিত। বর্তমান মানববিদ্যা অনুষদটি নতুন পরিচিতি নিয়ে কাজ শুরু করেছে ২০১৪-১৫ শিক্ষাবর্ষ থেকে। মানববিদ্যা অনুষদটিতে বর্তমানে বাংলা ভাষা ও সাহিত্য, ইংরাজি সাহিত্য, ইংরাজি ভাষাশিক্ষা, সাংবাদিকতা ও গণ-সংযোগ ইত্যাদি বিভাগগুলি কাজ করছে। তিনটি স্নাতকোত্তর ও দুটি স্নাতক স্তরের কোর্স ছাড়াও ডিপ্লোমা ও সার্টিফিকেট কোর্স এখানে পড়ানো হচ্ছে। মানববিদ্যা অনুষদে বর্তমানে ১জন এসোসিয়েট প্রফেসর, ৪জন এসিস্ট্যান্ট প্রফেসর কর্মরত। মানববিদ্যা অনুষদের অন্তর্গত চালু গবেষণা-প্রকল্প ৩টি। অনুষদের পরিকল্পনায় কল্যানী ক্যাম্পাসে গড়ে উঠেছে ল্যাঙ্গুয়েজ-ল্যাব ও অডিও-ভিজ্যুয়াল রেকর্ডিং ও এডিটিং ইউনিট। স্কুল থেকে ইতি মধ্যেই প্রকাশিত হয়েছে স্নাতকোত্তর স্তরের শিক্ষাক্রমমূলক ডিভিডি; এছাড়া বিভিন্ন গবেষণা প্রকল্পের কাজও চলছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের ওয়েবসাইটে এসবের বিস্তৃত বিবরণ পাওয়া যাবে।

কর্মশালা সম্পর্কে

নেতাজি সুভাষ মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয় রাজ্যের একমাত্র মুক্ত

সারা রাজ্যে ছড়িয়ে থাকা স্টাডি সেন্টারে এই স্নাতক পাঠক্রম শিক্ষার্থীদের সামনে যথার্থ মুক্তশিক্ষার সুযোগ নিয়ে আসে। বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের স্নাতক পাঠক্রম এমনই এক পাঠক্রম যা শিক্ষার্থীদের সামনে অন্যান্য প্রাতিষ্ঠানিক বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা পঠন-পাঠনের সমান্তরাল পাঠক্ষেত্র তৈরিতে নিয়োজিত। উন্নত ও আধুনিক বাংলা স্নাতক-পাঠক্রম ও উন্নত মানের পাঠ-উপকরণ এই মুক্তশিক্ষার ক্ষেত্রকে উপযোগী করে তুলেছে। দূরশিক্ষা পর্ষৎ-এর প্রচলিত ও প্রণালীকৃত প্রকরণ অনুযায়ী এই সিলেবাস ও স্ব-শিক্ষা উপযোগী পাঠ-উপকরণ শিক্ষার্থীদের সামনে আরও স্পষ্টভাবে বোধগম্য করার দায়ও ব্যক্তিগত স্তরে শিক্ষার্থীদের সঙ্গে শিক্ষকদের নিয়ন্ত্রিত ও সীমিত যোগাযোগের ক্ষেত্র প্রস্তুত করার মধ্যে দিয়ে মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয় গ্রহণ করে । মুক্তশিক্ষার পরিভাষায় একে 'পার্সোনাল কন্ট্যাক্ট প্রোগ্রাম' বলে অভিহিত করা হয়। স্নাতক স্তরে এই গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষাদানের কাজটি করে থাকে সংশ্লিষ্ট স্টাডি সেন্টারের নির্ধারিত শিক্ষকবৃন্দ। বর্তমানের বিশ্ববিদ্যালয়ের নিয়মানুযায়ী এই শিক্ষকদের নিযুক্ত করার দায়িত্ব উক্ত স্টাডি সেন্টারের পরিচালকের ওপর বর্তেছে। ফলত মুক্তশিক্ষার পাঠক্রমে বিশ্ববিদ্যালয়ের স্থিরীকৃত বিষয়ভিত্তিক পাঠদান পরিকল্পনা তাঁদের নির্দিষ্ট সময়ে জ্ঞাত করার প্রয়োজন থাকে। এই প্রয়োজন থেকেই বাংলা স্নাতক স্তরের কাউন্সিলরদের ওরিয়েন্টেশ্ন প্রোগ্রাম বা উজ্জীবনী কর্মশালা আয়োজনের উদ্যোগ নেওয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগ ও স্কুল অব হিউম্যানিটিসের দায়িত্ব।

২০১৭ জুলাই শিক্ষাবর্ষে স্নাতক বাংলা স্তরে নিবন্ধীকৃত ছাত্রছাত্রীর সংখ্যা এ পর্যন্ত মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তির নিরিখে সর্বোচ্চ। প্রায় ২০,৭৪৭ ছাত্রছাত্রী এবছর বাংলা স্নাতক স্তরে ভর্তি হয়েছেন। এই বিপুল সংখ্যক শিক্ষার্থী মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষাক্রমে শিক্ষালাভের জন্য আসছেন —এজন্য আমরা গর্বিত। রাজ্যের প্রায় ১০০ স্টাডি সেন্টারে এই শিক্ষার্থীরা সাম্মানিক বাংলার পাঠক্রমে শিক্ষা গ্রহণ করবেন এবং সেই শিক্ষাদানে যুক্ত থাকবেন প্রায় তিন শতাধিক অধ্যাপক-অধ্যাপিকাবৃন্দ। স্কুল অব হিউম্যানিটিস এই শিক্ষকদের আন্তরিকভাবে স্বাগত জানায় এবং আগামীতে শিক্ষাবর্ষে বাংলা স্নাতক পাঠক্রমের শিক্ষাদানে তাঁদের সক্রিয় সহযোগিতা প্রত্যাশা করে।

বিগত শিক্ষাবর্ষের মত এবারেও মানববিদ্যা অনুষদ কাউন্সেলরদের মুক্ত শিক্ষাক্রমে বাংলা পঠন-পাঠনের বিভিন্ন প্রায়োগিক বিষয়গুলি নিয়ে যথাবিহিত আলোচনার জন্য আলোচনাচক্র আয়োজন করছে। প্রাথমিকভাবে কলকাতা ও পার্শ্ববর্তী অঞ্চলে অবস্থিত বিশ্ববিদ্যালয়ের স্টাডি-সেন্টারে নিযুক্ত কাউন্সেলরদের নিয়ে এই

যে-সমস্ত স্থায়ী ও অস্থায়ী শিক্ষকগণ মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের স্নাতক স্তরের বাংলা ভাষা ও সাহিত্য পঠন-পাঠনের সঙ্গে যুক্ত আছেন তাদেরই এই কর্মশালায় অংশগ্রহণের আমন্ত্রণ জানানো হচ্ছে। স্টাডি সেন্টারের তত্ত্বাবধায়ক/কো-অর্ডিনেটর মহাশয়ের অনুমতি ও প্রত্যয়িত আবেদনপত্র নিয়ে নিম্নলিখিত ই-মেল/ঠিকানায় পাঠাতে হবে। ইউ জি সি-ডি ই বি'র আর্থিক সহায়তায় আয়োজিত মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের এই ওয়ার্কশপ অংশগ্রহণকারীকে যথাতথভাবে প্রত্যয়িত করবে ।

যে সমস্ত স্টাডি সেন্টারের কাউন্সেলরদের এই প্রোগ্রামে আহ্বান করা হচ্ছে –

A-01 to **A-02**, **A-04**, **B-05**, **B-09**, **C-08**, **D-02**, **E-08**, **E-10**, **F-06**, **F-09**, **F-10**, **G-08** to **G-09**, **H-01**, **J-02** (Total 16 Study Centres)

উপরোক্ত স্টাডি সেন্টারগুলি থেকে সর্বাধিক 2 জনের নাম পাঠানোর জন্য বলা হচ্ছে। স্টাডি সেন্টার কোঅর্ডিনেটর- এর মাধ্যমে কর্মশালায় অংশগ্রহনের আবেদন করা আবশ্যিক।

যে-কোনো স্থায়ী ও অস্থায়ী (সরকার অনুমোদিত শংসাপত্রের প্রত্যয়িত নকল সহ আবেদন করতে হবে) শিক্ষক যিনি বিশ্ববিদ্যালয়ের কোনো পাঠাকেন্দ্রে স্নাতক স্তরের বাংলা ভাষা ও সাহিত্য পঠন-পাঠনের সঙ্গে যুক্ত তাঁকেই এই কর্মশালায় আমন্ত্রণ জানানো হচ্ছে।

কর্মশালার আলোচ্য বিষয়

১। স্নাতক পাঠদানের প্রক্রিয়াকে বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রস্তাবিত পরিকল্পনা অনুযায়ী যথাতথ ভাবে সম্পন্ন হওয়াকে নিশ্চিত করা ২। মুক্তশিক্ষার আদর্শকে সামনে রেখে পাঠ-উপকরণকে যথাতথভাবে শিক্ষার্থীর সামনে তুলে ধরার পরিকল্পনা করা। ৩। পাঠ-উপকরণ কীভাবে শিক্ষার্থীরা পড়বেন তার গঠনমূলক আলোচনা করা। ৪। প্রতিটি পত্রের জন্য শিক্ষার্থীর সুনির্দিষ্ট বোধগম্যতার সুবিধা-অসুবিধা বিচার করে আলোচনা করা। ৪। কাউন্সিলরদের পাঠদানের সময় কী অসুবিধে হচ্ছে সে সম্পর্কে ধারণা তৈরি করা। ৫। পাঠ-উপকরণের ত্রুটি-দুর্বলতা চিহ্নিত করা। ৬। অ্যাসাইনমেন্ট রচনার ও মূল্যায়নের বিষয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিকল্পনা কাউন্সিলরদের জানানো এবং তাঁদের কাছ থেকে এবিষয়ে সমস্যার কথা শোনা। ৭। শিক্ষার্থীদের পরীক্ষার প্রস্তুতির বিষয়ে আলোচনা করা।